পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

জেশপ বিল্ডিং (দ্বিতল)

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১

নং- ৩০৪৮(১৯)-আর.ডি (পি.এইচ এন্ড এস)/এস/২সি-১/৯৯ (পার্ট-২) **তাং-০৩.০৪.০৮**

প্রেরক ঃ ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়,
প্রধান সচিব

প্রাপক ঃ জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক জেলা পরিষদ (দার্জিলিং বাদে সকল জেলা)
জেলা শাসক দার্জিলিং ও নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ,
প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ।

বিষয় ঃ পরীক্ষাগারের মাধ্যমে জল পরীক্ষার জন্য দ্বাদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে প্রদত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার।

মহাশয়/মহাশয়া,

আপনি অবগত আছেন যে পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষার দ্বারা জলের গুণগত মানের নজরদারীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা এই বিভাগের স্মারক নং ১৯৫৫(১৯)-আর.ডি/পি.এইচ. অ্যান্ড এস/২সি-১/৯৯ (পার্ট-২) তাং-১১.৩.২০০৮ মারফৎ আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষাগারের মাধ্যমে জল পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দেশিকাটিতে উল্লিখিত উপায়ে এই বিভাগের ৪০৫ (স্যাংশন)-পি.এন./ও/২/১জি-৬/২০০৫ (পার্ট-১) তাং-২৮.৩.২০০৮ মারফৎ প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির অনুকূলে ৯০,০০০ টাকা (নব্বই হাজার টাকা) ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ/দার্জিলিং পার্বত্য গোর্খা পরিষদকেও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিল ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের এলাকার আটটি ব্লকের জন্য ৯০,০০০ টাকা (নব্বই হাজার টাকা) হিসাবে মোট ৭,২০,০০০ টাকা (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা) গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ/দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের ভিত্তি সমন্বিত একটি সারণী অত্রসহ সংযুক্ত করা হল। প্রদত্ত তহবিল সদ্ব্যবহারের পদ্ধতিসমূহ বিভাগীয় নির্দেশিকায় বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইহোক, নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পুনর্বার আপনার অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো হল ঃ-

১। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বছরে অন্ততঃ ১২০০টি জলের নমুনা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা করাবে এবং এজন্য জলের নমুনা সংগ্রহের জন্য নমুনা পিছু ২৫.০০ টাকা এবং পরীক্ষার জন্য নমুনা পিছু ৫০.০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৭৫.০০ টাকা পরীক্ষাগারকে দেবে। এজন্য, ১২০০টি নমুনা বাবদ প্রতি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৯০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পরীক্ষাগারগুলি যাতে আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে, এজন্য আরো বেশী নমুনা পরীক্ষার জন্য ধারাবাহিক প্রচার চালানো দরকার। গ্রামীণ পরিবারে জলের নিজস্ব উৎসের পরীক্ষা করানোর জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে।

২। জেলা পরিষদকে প্রদত্ত অর্থ দুটি খাতে ব্যয় করা হবে। জেলা পরিষদ প্রতিটি পরীক্ষাগারকে এককালীন ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) আর্বতনীয় তহবিল প্রদান করবে। এছাড়া, প্রতিটি পরীক্ষাগার বছরে ৩৫০০টির থেকে যতগুলি কম নমুনা পরীক্ষা করবে ততগুলির জন্য নমুনা পিছু ৫০.০০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা) হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগারগুলিকে ভর্তুকি বাবদ দেবে। অবশ্য এই ধরণের

ভর্তুকী শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষাগারগুলিকেই দেওয়া হবে। এরূপ প্রতিটি পরীক্ষাগারের জন্য ১৮০০টি নমুনা বাবদ ভর্তুকির তহবিল জেলা পরিষদগুলিকে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় নমুনা পরীক্ষার অভাবে যাতে পরীক্ষাগারগুলি দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মোটামুটিভাবে আগামী এক বছরের চাহিদা এবং পরীক্ষাগারগুলির পরিকাঠামো বিবেচনাপূর্বক উপরিউক্ত তহবিল প্রদান করা হয়েছে এবং প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থও বরাদ্দ করা হবে। আপনার নিকট অনুরোধ আপনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন এবং প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সংযুক্তিপত্র-১(এক)

ভবদীয়-

স্বাঃ-মানবেন্দ্রনাথ রায়
প্রধান সচিব

নং- **৩০৪৮(১৯)/১(৪২)-আর.ডি (পি.এইচ এন্ড এস)/এস/২সি-১/৯৯ (পার্ট-২)** তাং-**০৩.০৪.০৮.**

সংযুক্তিপত্র সহ পত্রের অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ-

১) সভাধিপতি, জেলা পরিষদ ..../শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
২) অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৩) প্রধান সচিব, জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৪) যুগ্ম সচিব (বাজেট), পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ।
৫) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ ..../শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৬) চেয়ারম্যান, টি.এস.সি. টাস্ক ফোর্স।
৭) রাজ্য সংযোজক, স্বাস্থ্যবিধান শাখা, এস.আই.পি.আর.ডি।
৮) প্রজেক্ট অফিসার (ডব্লিউ.ই.এস), ইউনিসেফ, কলকাতা।

প্রধান সচিব